তারিখ 27 MAY 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

দৈনিক বাংলা

ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ রোববার প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সৈয়দ আহমেদ খোকন (২৭)কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রদল খোকন হত্যাকান্ডের জন্য আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীদের দায়ী করেছে। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে মাদ্রাসা ছাত্রাবাস তল্লাশি করে।

পুলিশ, ছাত্র ও এলাকাবাসীরা জানান, গতকাল বেলা পৌনে ১২টার দিকে খোকন তার কয়েকজন বন্ধুসহ মাদ্রাসা ছাত্রাবাসের অভ্যর্থনা কক্ষে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন যুবক ছাত্রাবাসের প্রধান গেটের কাছে ডেকে নিয়ে খুব কাছে থেকে তাকে পিস্তল দিয়ে তিনটি গুলি করে। দুটি গুলি তার বুকে এবং একটি গুলি কপালে বিদ্ধ হয়। এ সময় সশস্ত্র যুবকরা কয়েক-

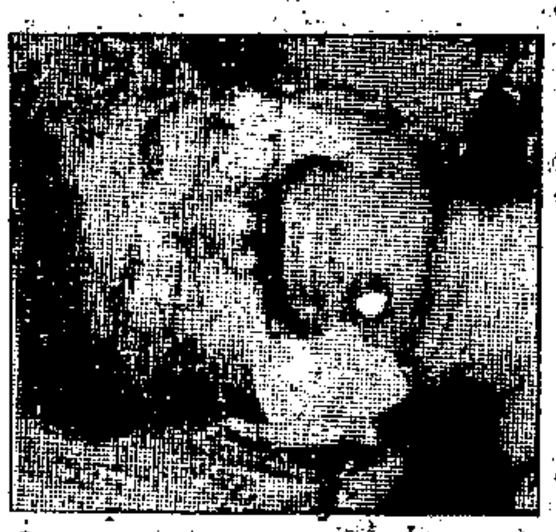

নিহত সাদেক আহমদ খোকন

টি শক্তিশালী হাতবোমারও বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাস হল গেটে দাঁড়িয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে গাড়িতে সশস্ত্র ব্যক্তিরা

(৮–এর পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদল নেতাকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসেছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় খোকনকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার কিছু সময় পর তিনি মারা যান।

রোববার দুপুরে ময়না তদন্ত শেষে তার বড় ভাই শামসুল আলমের কাছে খোকনের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

খোকন গুলিবিদ্ধ হবার খবর শুনে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা ছাত্রদল ও মহানগরী ছাত্রদলের শতশত কর্মী তাকে দেখতে যান এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন।

নিহত খোকন আলীয়া মাদ্রাসা কামিল তাফসিরের মাস্টার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার বাড়ি ডেমরা থানার আগুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম লুতফর রহমান। চার ভাই দুই বোনের মধ্যে খোকন ছিলেন দ্বিতীয়।

তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আলীয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসের দারোয়ান ও অপর কয়েকজন ছাত্রকে পুলিশ থানায় নিয়ে এসেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেলেও লালবাগ থানা পুলিশ এ ব্যাপারে কাউকে আনা হয়নি বলে জানিয়েছে। লালবাগ থানায় হত্যা মামলা হয়েছে।

ঘটনার কিছুক্ষণ পর পুলিশ মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালালেও কাউকে গ্রেফতার কিংবা কোন অস্ত্র উদ্ধার হয়নি।

ডাকসুর প্রতিবাদ

ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবির খোকন রোববার এক যুক্ত বিবৃতিতে খোকন হত্যার জন্য আওয়ামী লীগের সশস্ত্রকর্মীদের দায়ী করেছেন।

বিবৃতিতে ডাকসু নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সন্ত্রাসের রাজনীতি করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। বিবৃতিতে তারা এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবী করেন।

ছাত্রদল

ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন ও সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দীন আলম, মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি নাসিরউদ্দীন আহমদ পিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নিরব রোববার পৃথক বিবৃতিতে খোকন হত্যার তীব্র ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করেছেন।